কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ২ ...

# জাবিতে ছাত্রলীগ নেতাসহ বিতর্কিত ৬ নিয়োগে উত্তেজনা প্রতিবাদ ক্ষোভ

জাবি প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে ছাত্রলীগের 'বিতর্কিত নেতা'সহ ছয়জনকে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এ নিয়োগ দ্রুত বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল না হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। এ পরিস্থিতিতে নিয়োগ বিতর্কে ফের বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরির পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ড. শামছুল আলম সেলিম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিতর্কিত নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা ৫ আগস্ট সভায় বসব। সেখানে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।'

ঈদের আগে ছুটি চলাকালীন দেওয়া নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়ে বামপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'শিক্ষক মঞ্চ'-এর মুখপাত্র রায়হান রাইন বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি গণমুখী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেখানে জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করে রাতারাতি নিয়োগ দেওয়া হলে সে প্রতিষ্ঠান কায়েমি গোষ্ঠীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। কোটারি স্বার্থের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় পরাস্ত হয়। অবিলম্বে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা না হলে তীব্র আন্দোলন শুরু হবে।'

২৬ জুলাই শতাধিক শিক্ষকের স্বাক্ষরসহ জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের (জাবি) পক্ষ থেকে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদের ছুটির অব্যহিত পূর্বে শেষ দিনে নজিরবিহীনভাবে কর্মকর্তা হিসেবে ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাঞ্ছনা, চাঁদাবাজি ও হামলাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে। এমনকি হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলা আছে। এ ধরনের নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির জন্য চরম ক্ষতিকর। এই নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ নয়। বন্ধের আগে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন ছাড়া এই নিয়োগ সবার মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। তড়িঘড়ি করে এমন নিয়োগে সত্য আড়ালের অপচেষ্টা আছে। আমরা এ ধরনের 'বিতর্কিত' নিয়োগ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ছাত্র সংগঠনগুলোও এ নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ। জাবি শাখা ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সুস্মিতা মরিয়ম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই নিয়োগের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অপরাধকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। দ্রুত এই নিয়োগ বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।'

জাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দীপাঞ্জন সিদ্ধার্থ কাজল বলেন, 'যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা সকলেই বিতর্কিত। এটা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে যেমন নষ্ট করেছে তেমনি উপাচার্যের স্বজনপ্রীতি ও বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার মনোভব প্রকাশ পেয়েছে।'

তবে নিয়োগ বিষয়ে জাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাঁদের যোগ্য মনে করেছে, তাঁদের নিয়োগ দিয়েছে। নিজেদের যোগ্যতার ফলেই ছাত্রলীগ নেতারা নিয়োগ পেয়েছেন।'

সূত্র জানিয়েছে, ১৩ জুলাই ঈদের ছুটি চলার সময় কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিতর্কিত চার ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ১৩ জুলাই অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম।

নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপু। তিনি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেয়েছেন। গত বছর ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগ থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত হন। পরে অবশ্য বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে। দীপুর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হামলা, হলের ক্যান্টিন মালিককে মারধর, বেশ কয়েকটি চাঁদাবাজির ঘটনাসহ বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবু সৈয়দ জিন্নাহকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে এবং সহসভাপতি রাজীব চক্রবর্তীকে শিক্ষা শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে। রাজীব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হতে আসা এক শিক্ষার্থীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ আছে। আবু সৈয়দ জিন্নাহর বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানাকে প্রক্টরের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনিও আগুলিয়া থানায় দায়ের করা একাধিক মামলার আসামি। এ ছাড়া উপাচার্যের একান্ত সচিব মো. ছানোয়ার হোসেনের স্ত্রী তাসলিমা খন্দকার ছাত্র কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের ক্যারিয়ার গাইডেন্স পদে এবং উপাচার্যের কার্যালয়ের সিনিয়র সর্টার মো. সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে মো. আবু হানিফ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। রাজনৈতিক পরিচয় ও ব্যক্তিস্বার্থে এ বিতর্কিত নিয়োগের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দুষছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে। গতকাল তাঁর বক্তব্য জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করে পাওয়া যায়নি।